The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 11, No. 21-22, Published by Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাগধারার গঠন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান[১]
খন্দকার খায়রুন্নাহার[২]

Abstract: Idiom is mainly related to syntax and semantics. It is a combination of words and pharases, in this senese idiom is also part of morphology. But all words are not treated as idioms; it has special meaning other than grammatical or logical one. Almost every language has these idioms. It expresses tradition, beliefs, norms, values etc of a particular language. So idiom is a part of culture. As every language has distinctive structure, idiom has also own structure and formation. There is no any vital discussion about the idioms. So our aim is to describe the structure of the idioms and their usage in a language.

মুখ্য শব্দসূত্র : বাকভঙ্গি, গঠন ও উৎপাদনশীলতা, শব্দসহাবস্থান, আর্য-দুর্বোধ্যতা

১. ভূমিকা

ভাষাবিজ্ঞানের মৌলিক উপাদান চারটি-ধ্বনিতত্ত্ব (phonology), রূপতত্ত্ব (morphology), বাক্যতত্ত্ব (syntax) ও অর্থতত্ত্ব (semantics)। প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষাবিশ্লেষণে অর্থ ও সংগঠন উভয়কেই গুরুত্ব দেয়া হতো, সাংগঠনিক ব্যাকরণে অর্থ নয় বাক্য বা শব্দের গঠনবিন্যাসের আলোচনাই প্রধান হয়ে ওঠে; রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে আবার অর্থ ও গঠন-এই দ্বিবিধ বিষয়ের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। তবে এখানে আন্তঃশৃঙ্খলার বিষয়টি ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাচর্চায় নবতর সংযোজন রূপে পরিগণিত হয়। ভাষাবিশ্লেষণের পদ্ধতি বা কৌশলেও রূপান্তরবাদীরা মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা ভাষা বিশ্লেষণে প্রতিবেশগত সংশ্রয়ের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। অর্থের বিষয়টিকে তাঁরা আমলে নেয়ায় আর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির আলোচনার জগত বিস্তৃত হয়ে ওঠে। এই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য প্রতীতীর নায় বাগধারা বা বাক্যে বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগের অনিবার্যতা আলোচনায় স্থান পায়।

[১] সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[২] সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. বাগধারার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ

বাগধারা বা বাগবিধির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Idiom। বাগধারা ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আমরা জানি, ভাষা মাত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাশ্রয়ী। এ বৈশিষ্ট্য বাক্যরীতিতে যেমন সুলভ, তেমনি বাকভঙ্গিতেও অপ্রতুল নয়। বাগধারাকে এক ধরনের বাগভঙ্গি বলা যায়। ইংরেজিতে এ ধরনের বিশিষ্ট বাকভঙ্গি Idiom নামে পরিচিত। বাংলায় একে বাগধারা বা বাগবিধি বলা হয়ে থাকে। চাকী (১৯৯৬) বলেছেন, 'বাংলার বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ, বাগ্‌বিধি বা প্রবাদ-প্রবচন বোঝাতে ইংরেজি Idiom শব্দটি ব্যবহার হয়' (পৃ. ৩৭)। তবে বাগবিধির তুলনায় বাগধারা শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। বাগধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দের অর্থ: কথার বিশেষ 'ঢং বা রীতি'। এটা এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। অন্যভাবে বলা যায়, একাধিক নির্দিষ্ট পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সাধারণ অর্থের বাইরে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দ বা পদকে বলা হয় বাগধারা। এ ধরনের পদ ব্যবহারে বক্তব্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় এবং অর্থ প্রকাশে ব্যঞ্জনা আসে। মনের ভাব সুন্দর করে প্রকাশ করার প্রবণতা থেকেই বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে। বক্তব্য প্রকাশে বাগধারা ব্যবহৃত হলে বাক্যের অর্থ আরও সুসংহত হয় এবং বাক্যের অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করে বলে পাঠক এর ভিন্নতর অর্থ গ্রহণে সমর্থ হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা: নিচে Idiom বা বাগধারার প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেয়া হলো:

a. Idiom

   The distinctive form or construction of a particular language. (Landau, 2002)

b. Knowing a language includes knowing the morphemes, simple words, compound words and their meanings in addition it means knowing fixed phrases, consisting of more than one words, with meanings that cannot be inferred from them meninges of the individual words the usual semantic rules for conveying meaning don't apply. Such expression is called idioms (Fromkin and Rodman, 1998:352).

c. Idiom
   An expression whole meaning can not be worked out from the meaning of its constituent word. (Trak: 2004: 119)

d. ভট্টাচার্য (২০১২) বলেছেন, 'ইংরেজি Idiom কথাটির বাংলা পরিভাষা বাগধারা। বাগধারা হল ভাষার সেই সংগঠন যার উপাদানগুলির যা মিলিত অর্থ হওয়া উচিত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থ প্রকাশ করে' (পৃ. ৩১৭)।

   এ প্রসঙ্গে রায়চৌধুরী (২০১০) বলেছেন, খয়ের খাঁ, গৌরচন্দ্রিকা, গোল্লায় যাওয়া, গোঁফ-খেজুরে, ঘোড়ার ডিম, ঠুঁটো জগন্নাথ, চর্বিত-চর্বণ, চিনির বলদ ইত্যাদি পদ ধরলে আধুনিক কালে একজন লেখকেরও নাম করা দুরূহ, যাঁর রচনা সম্পূর্ণভাবে প্রবাদ বা প্রাবচনিক বাগধারা বর্জিত। (পৃ. ৯৩)

e. a group of words established by usage and having a meaning not deducible from those of the individual words (as in over the moon, see the light) (Webster, 2007:403).

f. যে-সমস্ত শব্দ বা পদ-সমষ্টি ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যে ভাষার সাধারণ ব্যাকরণের ধারাকে যথাসাধ্য উপেক্ষা করিয়া অর্থের দিক হইতে পৃথক হইয়া উঠে, সে-সমস্ত বিশিষ্টার্থক শব্দপ্রধান-বাগধারাকে শব্দগুচ্ছ বা idiom এবং পদপ্রধান-বাক্যাংশকে পদগুচ্ছ বা phrase বলে (হক, ১৯৯৭:৯৪)।

g. ডেভিড ক্রিস্টাল বাগধারার বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক প্রয়োগের দিকটি সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন-

A term used in grammar and lexicology to refer to a sequence of words which is semantically and often syntactically restricted, so that they function as a single unit. From a semantic view point, the meanings of the individual words can not be summed to produce the meaning of the idiomatic expression as a whole. From a syntactic view point, the words often do not permit the usual variability they display in other contexts, e.g. it's raining cats and dogs does not permit it's raining a cat and a dog/ dogs and cats etc. Because of their lack of internal contrastibity, some linguists refer to idioms as redimade utterences (Crystal, David, 2003:225-226).

৩. বাগধারার বিবর্তন

বাগধারার উদ্ভব হয়েছে কবে, কখন ও কিভাবে-এরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। অনুমান করা যায়, মানব ভাষার সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে মানুষ যখন সচেতন ভাষা প্রয়োগে সমর্থ হয়েছে তখন থেকেই এই বাগধারার উদ্ভব হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের উদ্ভবকাল প্রায় আড়াইশ বছর; সে অর্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে বাগধারা বা বাগবিধির প্রয়োগ লক্ষ করা যায় এই সময়েই। তবে সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও বিশ শতকের শেষের দিকে এই বাগধারার বহুল ও সচেতন ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ সময় ব্যাকরণের অর্থবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে শব্দগুচ্ছতত্ত্ব (phraseology), শব্দ-সহাবস্থান (collocation) প্রভৃতির আলোচনা সবিশেষ গুরুত্ব পায়।

বাগধারা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। প্রাচীন, মধ্যযুগের সাহিত্যে বাগধারার ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে বিশ শতকে বাগধারার ব্যবহারে সুস্থিতি লক্ষণীয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে মালো সমাজ, জীবন, চরিত্র ও স্বভাব পরিস্ফুটনে ও ঘটনা উপস্থাপনে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে যেমন প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন, তেমনি প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বহু বাগধারার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাগধারা হলো-গলায় গলায় ভাব, হরি লুট, মাথায় তোলা, হাতে খড়ি, কড়ায়গণ্ডায়, উভয় সঙ্কটে, তালকাটা, রাঘব বোয়াল, আঁটকুড়ার রাজা, কুম্ভবর্ণ, গলগ্রহ,

কানখাড়া হওয়া, চাঁদের হাট, পুঁটিমাছের পরাণ, গো-বেচারা, গড্ডলিকা প্রবাহ, প্রভৃতি (আক্তার, ২০০৭)। প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্ভবকাল হিসেব করলে ব্যাকরণের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে। এরপর শুরু হলো তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের যুগ। এ যুগেও এ-সংক্রান্ত ব্যবহারের গুরুত্ব কমেনি। পরবর্তীকালে সাংগঠনিক ব্যাকরণবিদদের দ্বারা শব্দের অর্থ প্রত্যাখ্যাত হলেও বাক্যের অর্থ প্রকাশক শব্দের গঠন ও রূপ নিরূপণে এসব শব্দের ব্যবহারিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরিশেষে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ অভিধায় অনুষঙ্গী শৃঙ্খলার বিষয় হিসেবে এই বাগধারার চর্চা আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর থেকে বাগধারার বিচার বিশ্লেষণের রূপরেখা আরও দিগন্ত হতে দেখা যায়।

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে কিছু ব্যাকরণবিদের মাধ্যমে ইডিয়মের আলোচনা স্থান পায়। বাক্যতাত্ত্বিক প্রতিস্থাপন, বাক্যান্তর ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় বাংলা বাগধারা আলোচিত হয় নবরূপে। ফ্রেজার ১৯৭০ সালে বাক্যস্তরে বাগবিধিতার বিষয়টি স্বীকৃতিদানের চেষ্টা করেন। তবে তাঁর বাক্যতাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে বাগবিধির অর্থতাত্ত্বিক আলোচনাই বেশি গুরুত্ব পায়। ১৯৮১ সালে Cowie বলেন, এর ফলে কিছু সহাবস্থাননীতির ওপরও এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এরপর ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর মাঝামাঝি সময় বাগধারা ও শব্দগুচ্ছের আলোচনার ভিত্তিতে এ বিষয়ক শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়টি আলোচনার প্রধান হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ও আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে শব্দগুচ্ছতত্ত্বের (phraseology) গঠন প্রণালি, অর্থ ও শব্দসংযোজনের (word combination) আলোচনা স্থান পায়। তথাপি আভিধানিক অর্থতত্ত্বের টেক্সটে ব্যবহৃত শব্দ-সংযোজনের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ শব্দগুচ্ছ ও যুক্তিবিদ্যার আলোচনা প্রগাঢ় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অভিধানতত্ত্ব, ভাষার শব্দভান্ডার এবং কয়েকটি শব্দগুচ্ছের ও বাগধারার অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এরপর ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভাষাবিজ্ঞানী, অভিধান বিশেষজ্ঞ, ডিসকোর্স বিশ্লেষক, ভাষা-অর্জনতাত্ত্বিক, বিদেশি ভাষা শিক্ষাদানে পারদর্শি ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের আলোচনায় ভাষার বিশেষ প্রয়োগ বা বাগভঙ্গির কথা উঠে এসেছে। সেই অর্থে তাঁদের এই অভিধা বাগধারা বা ইডিয়ম হিসেবে গণ্য করা যায়। তাঁদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে মূলত বাগধারা বা ইডিয়ম, শব্দ-সংযোজন বা ওয়ার্ড কম্বিনেশন, স্থির ভাব প্রকাশ বা ফিক্সড একপ্রেশন এবং শব্দগুচ্ছের লেক্সিম প্রভৃতি। কথ্য ও লিখিত ভাষা ব্যবহারে ভাষা-অর্জনতত্ত্বের চাইতে ভাষা-উৎপাদনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসব প্রপঞ্চ পর্যালোচিত হয়েছে। কোনো ভাষার পারদর্শিতা বোঝাতে ঐ ভাষার অন্তর্গত নিয়মগুলো আয়ত্ত করা, সংশ্লিষ্ট ভাষার নিয়ম পদ্ধতির সাধারণ ব্যবহার বিধি এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক অবয়বের মাধ্যমে কিভাবে তা অর্থ প্রকাশে ভূমিকা রাখছে সেসব বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে (Cowie, 1994:3168-3170)।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাগধারা ভাষা বিশেষের নিজস্ব সম্পদ। এর সাহায্যে কোনো ভাষার নিজস্ব সংস্কৃতি ও এর দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে থাকে। বাগধারার স্বতন্ত্র একটি গঠন লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাগধারার গঠন নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। তাই এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। এখানে বর্ণনাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই গবেষণাটি মূলত বর্ণনামূলক।

৫.১ তথ্য-সংগ্রহের উৎস

এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎস অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রবন্ধ, প্রভৃতি উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. বাগধারার সঙ্গে সংশিষ্ট বিষয়সমূহ

বাগধারা ভাষাবিশেষের বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশ যা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। ভাষা যেহেতু বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তাই বাগধারার সঙ্গে নানাবিধ সংশ্রয় সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল্যবোধ ও আদর্শ: বাগধারা উদ্ভবের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও আদর্শের গুরুত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গ এখানে অত্যাবশীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাষিক ও অভাষিক প্রতিবেশ অনুযায়ী এসব বাগধারা চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং এরূপ বাগধারাকে প্রসঙ্গ বাগধারা বলা হয় (Hockett, 1958,304)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের বাগধারা ক্ষণিক বাগধারা (momentary idioms) নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন: ইংরেজি ভাষায় গ্লাসে পানি ঢালার সময় যদি বলা হয় Say when এই বাগধারা দ্বারা বোঝাবে- someone utters when puring a drink for someone else. Say when is short for say when to stop puring. Stop, that enough।

৬.১ মেটাফরিক মিনিং

বাগধারার সাহায্যে শব্দের রূপকার্থ প্রকাশিত হয়। ফ্রমকিন ও রডম্যান বলেছেন,

> 'Many idioms may have originated as metaphorical expressions that established themselves in the language and became frozen in their form and meaning'. (Fromkin and Rodman, 1998: 190)

অর্থাৎ এ ধরনের বাগধারার সাহায্যে ভিন্নার্থ প্রকশ পায়। যেমন- যদি কাউকে বলা হয় cold feet (it dosnt mean their toes are actually cold rather, it means they are nervous about something), a chip on your shoulder (being upset for something that happened in the past), bite the bullet (after some reflction he decided to do the undesirable things he was avoiding)

৬.২ *কালকেন্দ্রিক ও কালানুক্রমিক (Synchronic and Diachronic) দৃষ্টিকোণ*

এককালিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো ভাষার রূপের পরিবর্তন ও তার সাংগঠনিক বিশ্লেষণই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কিছু কারণ বিদ্যমান এবং এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো বাগধারার গঠন।

প্রতিটি জীবন্ত ভাষাতেই নতুন নতুন বাগধারা প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হয়; এর মধ্যে কতগুলো সমাজ-সংস্কৃতিভেদে গ্রহণযোগ্যতা পায় না, অন্যদিকে কতগুলো সাদরে আদৃত হয়। প্রত্যেক ভাষাতেই নতুন বাগধারা গঠনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর্যবেক্ষণশীল ভাষার বা এককালিক ভাষার গঠনবিন্যাস প্রতিফলিত হয় এসব বাগধারা-বাগবিধির মাধ্যমে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব বাগধারা-বাগবিধির গঠনগত ও অর্থগত পরিবর্তন হয়। তাই এটি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানেরও আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন- cats and dogs বাগধারাটি ইংরেজি ভাষায় পনের শতকের দিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শুরুতে প্রবল বৃষ্টিতে কুকুর ও বিড়ালের বৃষ্টিতে পড়ে যাওয়া বুঝাত। কিন্তু বর্তমানে এটির সাহায্যে মুষলধারা বৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।

কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দকোষের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় বাগবিধি তেমনটা সুনির্দিষ্ট নয়। আইতো এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> Diachronically, idioms are no more fixed than any other element of the lexicon. Constituent words may change over time (have something at one's fingers' ends `to be very familiar with or skilled at something has largely been replaced in modern English by have something at one's fingertips. (Ayto, 2006: 519)

৬.৩ *বাগধারা ও অভাষাতাত্ত্বিক সাংকেতিক সংশ্রয় (idioms and non-Linguistic signaling system)*

ভাষার শব্দ ভাষিক ও অভাষিক-এই দুই রকম হতে পারে। অভাষিক বলতে সাংকেতিক ভাষাকে বুঝানো হয়ে থাকে। এসব সাংকেতিক ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে আবার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। ভাষায় ব্যবহৃত সংকেতের সঙ্গে তার ব্যবহারকারীদের এক ধরনের চুক্তি থাকে। এমনকি বর্তমানে টেলিগ্রাফিক যে ভাষা

আদান প্রদান হয় তাতেও এই সাংকেতিক সংশ্রয়ের প্রায়োগিক দিক রয়েছে। বাগধারা কোনো একটি সমাজের সংস্কৃতি তথা মূল্যবোধ, আদর্শ, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ করে। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ফসল হলো বাগধারা। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এসব বিশেষ শব্দের বাগধারাগত মূল্য রয়েছে (Bhatnagar and Sharma, 2010)।

৬.৪ *শব্দ-সহাবস্থান* (phrasal collocation)

আজাদ বলেছেন, 'কোনো ভাষার যে কোনো শব্দ অন্য যে কোনো শব্দের সঙ্গে বসতে পারে না; আবার বসলেও সব সময় একই অর্থ প্রকাশ করে না। জে, আর ফার্থ বলেছেন, "কোনো শব্দকে বুঝতে হলে তার সঙ্গী শব্দগুলোকে বুঝতে হবে। যেমন: আমরা পাকা চোর বলি কিন্তু পাকা সাধু বলি না। পাকা শব্দটি যদিও ফলের সঙ্গে সুন্দরভাবে বসে। কিন্তু সাধুর সাথে এর ব্যবহার নেই। ফার্থ শব্দের এ সঙ্গ রাখাকে বলেছেন সহাবস্থান (Collocation)। অ্যাশার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Collocations are association of two or more lexemes (or roots) recognized in and defined by their occurs in a specific range of grammatical constructons. বাগধারার সঙ্গে শব্দ-সহাবস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। আজাদ (১৯৯৯) এ সম্পর্কে বলেছেন- 'বাগধারা (idiom)ও এক রকম সহাবস্থান (collocation); তবে ভিন্ন ধরনের' (পৃ.৫৬)। যেমন, চাল বাড়ন্ত বললে শব্দের শাব্দিক অর্থ বোঝায় না যে চাল বেড়েছে। আসলে এর অর্থ হলো ঘরে চাল নেই। কিন্তু এরূপ অর্থে বাড়ন্ত শব্দটি সাধারণত অন্য শব্দের সঙ্গে প্রয়োগ হয় না।

৬.৫ *প্রবাদ-প্রবচন*

সমাজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, যাবতীয় সংস্কার, অভ্যাস ও সমস্যার প্রতিফলন ঘটে প্রবাদ-প্রবচনে। এটি বাক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর বাগধারা হলো শব্দকেন্দ্রিক আলোচনা। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বাক্যের যেমন বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায় তেমনি বাগধারার সাহায্যে শব্দের বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন: যাকে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা। এখানে চলন বাঁকা একটি বাগধারা। বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে তা প্রবাদের অর্থও প্রকাশ করেছে। আক্ষরিক অর্থে চলন বাঁকা মানে সে বাঁকা হয়ে হাঁটছে তা নয় বরং এর অর্থ তার দোষত্রুটি অন্বেষণ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চক্রবর্তী (১৯৯৯) বলেছেন, 'লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতিই সমধিক গুরত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে' (পৃ.১৭)।

৬.৬ *ব্যাকরণিক ও রচনার স্থিতি (grammatical and compositional fixity)*

ইংরেজিতে অধিকাংশ বাগধারাই ক্রিয়া ও বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা পদশ্রেণির সম্প্রসারণগত দিককে নির্দেশ করে থাকে; যেমন: she has let the cat

out of the bag, বিশেষ্য পদটি আবার বহুবচন অর্থে প্রয়োগ হতে পারে- bears with sore heads.

৭. বাগধারার গঠন ও উৎপাদনশীলতা (Idiom formation and derivation; productivity)

বাগধারার গঠন ও এর উৎপত্তির মধ্যে এক ধরনের দ্বৈধতা তৈরি হয়। এ কারণে এ দুই প্রতীতীর সঙ্গে কেবল পার্থক্যই তৈরি হয় না এর মধ্যে সংশয়েরও তৈরি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় উৎপাদশীলতা। উৎপাদনশীলতা হতে পারে সাধিত, সম্প্রসারিত ও বাক্যতাত্ত্বিক। সাধিত মূল হলো প্রায়শই বাগধারা; আর নতুনভাবে গঠিত সাধিত মূলের বাগার্থিক মূল্য রয়েছে।

৮. বাগধারার প্রকারভেদ ও গঠন

ভাষাভেদে বাগবিধি গঠনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সব ভাষাতেই এই ইডিয়ম রয়েছে। এই ইডিয়মের ব্যবহার সংস্কৃতিনির্ভর। ইংরেজি, জার্মান সহ পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই ইডিয়মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তবে এক ভাষার মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রথা-বিশ্বাসের যেহেতু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাই ইডিয়মের গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রও ভিন্ন হয়ে থাকে। নিচের আলোচনায় এসব বিষয় স্থান পেয়েছে।

৮.১ বিশেষ্যবাচক বাগধারা

প্রত্যেক ভাষাতেই নামবাচক শব্দ ব্যবহারের জন্য কিছু ইডিয়মের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর সাহায্যে ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণি প্রভৃতিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতিভেদে উৎসব সম্পর্কিত কিছু বিশেষ্য নাম ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রায়োগিক মূল্য বর্তমানে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব ইডিয়ম যখন বাক্যের পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এগুলোর অর্থ বিবেচিত হয় ব্যবহারের ভিত্তিতে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও স্থানবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা সব সময় প্রপার নাউন হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে। বিশেষ্যবাচক বাগধারার গঠন নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে-

ক) বিশেষ্যের প্রিমডিফায়ার হিসেবে: the hot seat (অস্বস্তিকর অবস্থা), salad days (অনভিজ্ঞ), monkey business (অসৎ বা সন্দেহমূলক কার্যাদি), the bum's rush (তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল) প্রভৃতি।

খ) কিছু বাগধারা আবার বাক্যের বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়: Tom was a real tower of strength (খুব সহায়ক), That exam was a piece of cake (খুব সহজ) ইত্যাদি।

ক) বিশেষ্য+ বিশেষ্য/বিশেষণ: আপদ-বালাই, তুলারাম খেলারাম, মণিকাঞ্চন যোগ, বকধার্মিক, বিড়ালতপস্বী প্রভৃতি।

খ) বিশেষণ+বিশেষ্য: ব্যাঙের সর্দি, মামাবাড়ির আবদার, গরিবের ঘোড়া রোগ,ঝাঁকের কই, ঠুঁটো জগন্নাথ, তুলসী বনের বাঘ প্রভৃতি।

গ) বিভিন্ন অনুসর্গ ও অব্যয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে: আর বলো না ও ছেলেটা হয়েছে একটা ধর্মের ষাঁড় (আর,ও)।

ঘ) বিকল্পণের মাধ্যমে: আমার মনের মধ্যে যে কী তুষের আগুন জ্বলছে কী বলব?

ঘ) রূপক হিসেবে: মগের মুল্লুক, অকালকুষ্মাণ্ড, ধোয়া তুলসীপাতা প্রভৃতি।

৮.১.১ বিশেষণবাচক বাগধারা: কিছু বাগধারা বিশেষণবাচকতা নির্দেশ করে। বিশেষণবাচক বাগধারাগুলো নিম্নোক্তভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

ক) বিশেষণ বাচক বাগধারা বিশেষণের প্রিমডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়: Brand new (একেবারে নতুন), dirt poor (খুবই গরিব)

খ) বিশেষণবাচক বাগধারা বিশেষণের পোস্টমডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়: Dyed-in-the-wool (দুর্বলচেতা), boiler-than-thou (ছলধার্মিক), Wet behind the ears (অনভিজ্ঞ) প্রভৃতি।

গ) বিশেষণবাচক বাগধারা বাক্যের বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়: I'm feeling rather under the weather (অসুস্থ), They are in cashoot (সহায়ক), You are out of your mind (কাণ্ডজ্ঞানহীন), He is over the hill (সুসময় অতিক্রম করা) প্রভৃতি।

৮.১.২ ক্রিয়াবাচক বাগধারা: বাক্যে বাগধারার ক্রিয়ার একটি গঠন স্বতন্ত্র। এ গঠন অনুযায়ী এ ধরনের বাগধারা প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন-

ক) এর সাধারণ গঠন সাধারণত V+O, বাক্যের অন্যান্য উপাদান ব্যতিরেকে; যেমন; stick one's neck out (বড় ঝুঁকি নেয়া), Clap eyes on (দেখা), make heavy weather of (কঠোর পরিশ্রম করা) ইত্যাদি।

খ) Verb+ particle: shut up (কথা বন্ধ করা), take in (প্রতারণা করা), back down (অব্যাহতি), play away to (বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক) ইত্যাদি।

গ) ক্রিয়াবাচক বাগধারা অনেক সময় বাক্যের পুরো বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। [He] threw in the towel (পরিত্যাগ করা), [The bridge] blew up (বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধবংস) প্রভৃতি।

৮.১.৩ ক্রিয়া বিশেষণ: ক্রিয়া বিশেষণবাচক বাগধারাগুলো নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

ক) ক্রিয়া বিশেষণ প্রকাশক বাগধারাগুলোর গঠন অনেকটা বিশেষণের মতো: By and large (সাধারণ কথাবর্তা), On and off (মাঝে মধ্যে), Once and twice (কিছু

সময়), By the skin of one's teeth (খুবই কম ব্যবধান), A to Z (সম্পূর্ণরূপে) ইত্যাদি।

খ) অন্যভাবেও বাগধারা গঠিত হয়: All along (শুরু থেকেই), Ever so (মারাত্মকভাবে), No end (বড় আকারে) ইত্যাদি।

৮.১.৪ পদান্বয়ী অব্যয়: in view of (বিবেচনায় না আনা), by dint of, by means of (উপায়ে) ইত্যাদি।

৮.২ সংক্ষেপণ (abbreviation)

ইডিয়ম গঠনের একটি বহুল প্রচলিত কৌশল হলো সংক্ষেপণ। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে কিংবা দৈনন্দিন জীবনে এই ইডিয়ম প্রয়োগ করা হয়। এমনকি যখন ঘরের অভ্যন্তরীণ সজ্জার প্রশ্ন আসে সেখানেও এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশ বা প্রসঙ্গ আবশ্যিক ভূমিকা পালন করে থাকে। সংক্ষেপণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ কার্যত ভূমিকা পালন করে তবে তা অবশ্যই প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ধ্রুপদী ভাষা যেমন, সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন প্রভৃতিতেও এই সংক্ষেপণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংক্ষেপণের একটি প্রায়োগিক দিকও বিদ্যমান। এসব সংক্ষেপণের দৃষ্টান্ত নিচে দেয়া হলো-

Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT), Women's Auxiliary Volunteer Emergency Service (WAVES). United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Trans-World Airlines (TWA), Committee On Industrial Organization (CIO).

৮.৩ ইংরেজি যৌগিক শব্দগুচ্ছ (ইংলিশ ফ্রেজাল কম্পাউন্ড)

ইংরেজি ভাষার শব্দগুচ্ছ যেমন hatrack, paperweight, bookcase, matchbook, book match এতে অব্যবহিত উপাদানের তিনটি উপাদান রয়েছে; যেমন hatrack এর দুটি অব্যবহিত উপাদান রয়েছে hat এবং rack. এখানে দ্বিতীয় অব্যবহিত উপাদানের ঝোঁক বৈশিষ্ট্য বাদ দেয়া হয়েছে। পরের বৈশিষ্ট্যটি গঠনগত সংকেত বা মার্কারকে নির্দেশ করে। তবে তা কোনটিকে নির্দেশ করে তা নিয়ে অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। নিচের কয়েকটি শব্দগুচ্ছের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে-

a white house	The White House
a women doctor	a woman doctor
a black bird	a blackbird
a black board	a blackboard
a fine stone	a finestone
a white cap	a whitecap
a red cap	a redcap

উপর্যুক্ত প্রতিটি শব্দযুগলের অর্থগত বৈসাদৃশ্য সহজেই অনুমেয়। a white house বলতে যেকোনো সাদা বাড়িকে বুঝায়। The White House বলতে নির্দিষ্ট করে তা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আবাসকে বুঝিয়ে থাকে। এরূপ প্রতিটি শব্দযুগলের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশ করা যায় (Hockett, 1958)।

এছাড়াও দ্বিতীয় একশ্রেণির ফ্রেজ ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা এ ভাষায় বাগধারা হিসেবে প্রয়োগ হয়। যেমন-

a long island	Long Island
South Ohio	South Dakota
a new hat	New York

উপরের উল্লেখিত এসব শব্দগুচ্ছের প্রসঙ্গ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা বাগধারাগত অর্থ; এটি ভাষার শব্দগুচ্ছের সাধারণ অর্থ নয়। এসব বিশেষ অর্থসংকেতবাহী। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ইংরেজিতে এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম দিকে house wife শব্দ দুটি পৃথকভাবে ব্যবহৃত হত এবং সাহায্যে প্রকাশ করা হতো কৌতুকপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু বর্তমানে গৃহিণী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৮.৫ উক্তির গঠন (Figure of speech)

আলঙ্কারিক অর্থে এই বাগবিধি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন বলা হয়, *When we say he married a lemon* এখানে *lemon* বলতে sour disappointed woman. এখানে লেবুর অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। এটি ভাষার বিশেষ অর্থ প্রকাশক আলঙ্কারিক অর্থ।

ভাষার অভিধানগত অর্থের বাইরেও ব্যঞ্জনার্থ প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই হাইপারবোল, লিটোটেস, আইরনি, মেটাফোর প্রভৃতি অভিধা এক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে (Bhatnagar and Sharma, 2010)।

৮.৬ অপভাষা (slang)

স্ল্যাং সার্বজনীন নয়,তবে এর বাগবিধি বা বিশেষ অর্থ পরিস্কার। এটি নির্ভর করে প্রতিবেশ অনুযায়ী ব্যবহারে। প্রকাশভঙ্গির ওপরও তা নির্ভরশীল। বয়সভেদে এর ব্যবহারের পার্থক্য দেখা যায়। এই অপভাষার সঙ্গে বাগধারার সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবেশ বা পরিস্থিতি অনুযায়ী এসব শব্দের ব্যবহার ভাষার অর্থকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করে (Bhatnagar and Sharma, 2010)।

৮.৭ বাংলা বাগধারার গঠন

বাংলা বাগধারা গঠনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। যেমন-

ক) দুটি বিশেষ্য শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে বাগধারা গঠিত হতে পারে। যেমন: গোবর গনেশ, ডাকাবুকো, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি।

খ) একটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে বাগধারা গঠিত হতে পারে। যেমন: বিড়ালতপস্বী, বকধার্মিক, কুপোকাত প্রভৃতি।

গ) এক বা একাধিক বিশেষ্য ও বিশেষণবাচক শব্দের সাথে ক্রিয়াবাচক শব্দ যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বাগধারাটি ক্রিয়াপদ হিসেবে গণ্য হতে পারে- লালবাতি জ্বলা, কাটা গায়ে নুনের ছিটা, গোঁফে তা দেয়া, ঘাড়ে ভূত চাপা, এক ঢিলে দুই পাখি মারা প্রভৃতি।

ঘ) একটি ধাতু দ্বিত্ব করে প্রথম অংশে 'আ' এবং দ্বিতীয় অংশে 'ই' প্রত্যয় যোগ করে বাগধারা তৈরি হয় এবং পুরো শব্দটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: মাখামাখি, নাচানাচি, ধরাধরি প্রভৃতি।

ঙ) ধাতুর সাথে 'আনো' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য বা বিশেষণ ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন: গ্যাঁজানো, কালানো, সাঁটানো ইত্যাদি

চ) ধাতুর সাথে 'আনি' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্যবাচক বাগধারা তৈরি হয়। যেমন: ভাঙানি, লাগানি প্রভৃতি।

ছ) শব্দের দ্বিত্বের মাধ্যমে বাগধারা গঠিত হয় এবং শব্দটি বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: গলায় গলায়, কানায় কানায়, গুটি গুটি, কাতারে কাতারে, সারি-সারি প্রভৃতি।

জ) অনুকার শব্দ অনেক সময় বাগধারা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি শব্দের সাথে অনুগামী শব্দ জুড়েও বাগধারা গঠিত হতে পারে- ছোটোমোটো, বাঁধাছাঁদা প্রভৃতি। বাগধারার গঠন সম্পর্কে চাকী (১৯৯৬) বলেছেন,

> এ ছাড়াও নানা ধরনের বাগবিধি আছে। যেমন, বিশেষ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করে: হাত করা (স্বপক্ষে আনা), হাত লাগানো (কাজে প্রবৃত্ত হওয়া), হাত পাকানো (অভ্যাস করে পটু হওয়া) ইত্যাদি। একই বিশেষণ বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে যোগ করে: কাঁচা কাজ (বোকামি), কাঁচা বয়স (অল্প বয়স), কাঁচা লেখা (দুর্বল রচনা) ইত্যাদি। বিশিষ্ট অর্থপ্রকাশক অব্যয়ও বাগবিধির অন্তর্গত: যেমন ওর মুখের উপর (= সামনাসামনি), এ কথা কী করে বললি? মল্লার রাগের উপর (অবলম্বনে সুর দিয়েছি গানটিতে), জ্বরের উপর (জ্বর থাকতে) খেতে ভাল (পৃ. ৩৯-৪০)।

বাগধারার বিশেষ অর্থ সম্পর্কে হক (২০০৩) বলেছেন, 'প্রত্যেক ভাষাতেই কোন কোন শব্দ অথবা শব্দ-সমষ্টির ব্যবহারগত বিশেষত্ব আছে। বাংলা-ভাষাও এই বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত নহে। এই বিশেষত্ব শব্দ বা শব্দ-সমষ্টির ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রধানত অর্থগত হইয়া দাঁড়ায় (পৃ. ১৭৯)।

৯. বাগধারার অর্থের দুর্বোধ্যতা

বাগধারার সাহায্যে আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ করে না বলে অনেকক্ষেত্রে অর্থের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, cut the mustard, eat crow, kick the bucket, pig in a poke প্রভৃতি বাগধারার মূলগত অর্থের সাথে এর ব্যবহারিক অর্থের পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, cut the mustard এর অর্থ সরিষা কাটা নয় বরং এর অর্থ

কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত মানে অবতীর্ণ বোঝায়; eat crow এটি কাক খাওয়াকে নির্দেশ করে না, বরং এর সাহায্যে কাউকে অপদস্ত করাকে বোঝায়; kick the bucket বালতিতে লাথি মারা বোঝায় না, বোঝায় মারা যাওয়া, pig in a poke এর সাহায্যে শূকরকে ধাক্কা দেয়া বোঝায় না বরং এর সাহায্যে বিক্রেতার দাবির সঙ্গে পণ্যের মান ঠিক না থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কোনো কোনো বাগধারা আবার আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-in get down to brass tacks এর অর্থ কোনো জরুরি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা, for instance এর অর্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ, get down to business এর অর্থ ব্যবসায় ধ্বস, know the ropes এর অর্থ কাউকে রশ্মি দেখানো বা বিশেষ পন্থাকে বোঝানো হচ্ছে (Ayto, 2006)।

প্রথমে কয়েকটি ইংরেজি বাগধারা বিচার নেয়া যাক। kick the bucket, fly off the handle, spill the beans, Red herring প্রভৃতি বাগধারা যে অর্থ বোঝায়, তা এগুলোর শব্দগুলোর অর্থের সমষ্টি নয়। kick the bucket বালতিতে লাথি মারা বোঝায় না, বোঝায় মারা যাওয়া; fly off the handle বোঝায় রাগে আত্মসংবরণ করতে না পারা, spill the beans বোঝায় গোপন সংবাদ অন্যকে জানিয়ে দেয়া; Red herring বোঝায় সন্দেহজনক স্বভাব। বাংলা অকাল কুস্মাণ্ড (অকর্মণ্য), অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা), গভীর জলের মাছ (ধুরন্ধর লোক), ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু, ব্যক্তি) প্রভৃতি বাগধারার অর্থ প্রতিটি বাগধারার শব্দগুলোর অর্থের সমষ্টি নয়।

১০. উপসংহার

বাগধারা হচ্ছে এক ধরনের বাগ্ভঙ্গি। এ বাগ্ভঙ্গি বিশিষ্টার্থক। ভাষার গতি সঞ্চারণে ও ভাষাকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বাগধাার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এসব বাগধারা ভাষার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাগধারা গঠনে, অর্থ প্রকাশে তাই নির্দিষ্ট ভাষার প্রভাব সহজেই প্রতিভাত হয়। আভিধানিক অর্থের বাইরে একটি শব্দ প্রসঙ্গ অনুযায়ী যেসব অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে বাগধারার মাধ্যমে সেই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি তৈরি হয়। তাই শব্দের অর্থের বিস্তারে বাগধারার ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাগধারার গঠনের সঙ্গে অর্থের যেহেতু একটি সাযুজ্য রয়েছে, তাই এর গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা অত্যাবশ্যক। বাগধারার প্রয়োগের সঙ্গে এর গঠনবৈশিষ্ট্য নিরূপণের বিষযটি তাই কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়।

তথ্য সহায়ক

নাজনীন আক্তার। (২০১৭)। তিতাস একটি নদীর নাম: প্রবাদ প্রবচনে নান্দনিক। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, পৃ. ১৭১-১৯০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হুমায়ুন আজাদ। (১৯৯৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

বরুণকুমার চক্রবর্তী। (১৯৯৯)। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। কলকাতা: পুস্তক বিপণি

জ্যোতিভূষণ চাকী। (১৯৯৬)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সুবীর রায়চৌধুরী। (২০১০)। *সমাজ থেকে বানান*। কলকাতা: তালপাতা

সুভাষ ভট্টাচার্য। (২০১২)। বাগধারা। (সম্পা.) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*,পৃ.৩১৭-৩২২, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

মুহম্মদ এনামুল হক। (২০০৩)। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

মুহম্মদ এনামুল হক। (১৯৯৭)। বাগধারা বা বাকরীতি। (সম্পা.) মনসুর মুসা। মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, পৃ. ৯৪-১০১, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

Ayto, J. (2006). *Idioms*. (ed.) KIeith Brown. Language and Linguistics, p. 518-521 Oxford: Elsevier

Bhatnagar, M.S and Sharma, M.K.(2010). *Encyclopedia of Linguistics and Grammar*. New Delhi: Alfa publications.

Cowie, A.P. (1994). Phraseology. (ed). R.E Asher, *The Encyclopedia of Language and Linguistics,* p. 3168-3171, Pergamon Press

Crystal, David. (2003). A Dictionay of Linguistics and Phonetics. London: Blakwell Publishing

Fromkin, Victoria and Rodman, Robert. (1998). An *Introduction to Language*. US: Harcourt Brace College Publishers

Hockett, C.F. (1958). *A course in modern linguistics*. Oxford and IBH publishing

Landau, Sidney. I. (2002). *Webster's Collegiate Dictionary of the English Language.* US: Trident press internatona

Trask, R.L. (2004). *Key Concepts in Language and Linguistics*, Routledge: London

Webster, Thomas. (2007). Illustrated Oxford Doctonary. Oxford University press